যুগান্তর

তারিখ : 21 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইবির প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টার অব্যাহতি

নতুন ২ জন নিয়োগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে অবশেষে প্রক্টর প্রফেসর ড. এএইচএম আক্তারুল ইসলাম জিন্নু ও ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. [illegible] লোকমান হাকিমকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। রোববার বিকাল সাড়ে ৪টায় ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার এ নিয়োগ দেন বলে রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে। এদিকে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ায় আজ থেকে ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরছেন শিক্ষক সমিতি। ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. এএইচএম আক্তারুল ইসলাম ও ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. লোকমান হাকিমকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন প্রক্টর হিসেবে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর হোসাইনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ফলিত পদার্থ বিভাগের প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমানকে। এদিকে দীর্ঘদিন থাকত অচল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য এই নিয়োগের মাধ্যমে সচল হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইবি শিক্ষক সমিতি।

এদিকে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষক ফোরামগুলোর ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরে যাওয়ার ঘোষণায় প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে ক্যাম্পাস। ছাত্র উপদেষ্টা ও প্রক্টরকে অব্যাহতি ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যায়। ঘোষণার পরপরই শিক্ষার্থীরা মাঠে বেরিয়ে আসে এবং উচ্চস্বরে গান-বাজনা করে। উৎফুল্ল শিক্ষার্থীরা বলেন, বিগত পাঁচমাস আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেল। তারপর দেরিতে হলেও ইবি প্রশাসন ও শিক্ষকদের ক্যাম্পাস সচলের ঘোষণায় মনে হচ্ছে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। শিক্ষার্থীরা এ ঘোষণা দেয়ায় প্রশাসন ও শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। ইবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, প্রশাসন আমাদের মৌলিক দাবিগুলো মেনে নিয়েছে। তাই 'আমরা আন্দোলন স্থগিত করেছি। সোমবার থেকে আমরা ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরে যাব। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে যে পাঁচমাস সময় হারিয়ে গেল সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন শিক্ষক সমিতির এ নেতা। একই ধরনের কথা বলেছেন শিক্ষকদের তিন ফোরামের নেতারাও।

এ ব্যাপারে ইবির ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম বলেন, অনেকদিন ধরে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ক্যাম্পাস সচল করার চেষ্টা করেছি। সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা ভেবে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার সিদ্ধান্ত শিক্ষকরা মেনে নিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে ক্যাম্পাস সচলে আর কোন বাধা রইলো না।